আকিদাহ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর রাব্বুল আলামীনের জন্য। আমরা কেবলমাত্র তারই প্রশংসা করি, তার কাছেই সাহায্য চাই, তার কাছেই ক্ষমা চাই, তার কাছেই হেদায়েত চাই। আমরা আমাদের নফসের সকল অনিষ্টতা এবং সকল কর্মের ভুল ভ্রান্তি থেকে তার কাছেই আশ্রয় চাই। মহান আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন তাকে কেউ গোমরাহ্ করতে পারেনা। আর তিনি যাকে গোমরাহ্ করে দেন তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারেনা।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, তিনি এক ও একক তার কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে হযরত মুহাম্মদ (সা) তার বান্দা ও তার প্রেরিত রাসূল।

'হে আমার মালিক! আপনি আমার জন্য আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দিন' (ত্বাহাঃ২৫- ২৬)

"এ (কোরআন) হচ্ছে মানুষের জন্যে এক (মহা) পয়গাম, যাতে করে এ (গ্রন্থ) দিয়ে (পরকালীন আযাবের ব্যাপারে) তাদের সতর্ক করে দেয়া যায়, তারা যেন (এর মাধ্যমে এও) জানতে পারে, তিনিই একমাত্র মাবুদ, (সর্বোপরি) বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা যাতে করে (এর দ্বারা) উপদেশ গ্রহণ করতে পারে"। (ইবরাহীমঃ৫২)

আজকের আলোচ্য বিষয় আকিদাহ

মূল আলোচনা শুরু করার পূর্বে ভূমিকা স্বরুপ কিছু কথা বলে নিতে চাই ইনশা- আল্লাহ।

'আকিদাহ' শব্দটি উচ্চারন করলেই চোখে ভেসে উঠে আল্লাহর সিফাত- কেন্দ্রিক তর্ক ও জটিল জটিল তত্ত্বীয় আলোচনা। মূলত আকিদাহ দ্বীনের এক মৌলিক ও বিস্তৃত বিষয়। আকিদাহ একজন ব্যক্তির আমলি জীবনে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কী গভীর প্রভাব ফেলে তা আজকের বিশ্বসভ্যতা ও মুসলিম উম্মাহর দিকে নজর দিলেই বোঝা যায়। চামড়া

আমাদের মতো অথচ কথা বলছে পাশ্চাত্যের মুখে মুখ রেখে অবিকল তাদের মত। ইংরেজরা চলে গেলেও ওদের গোলামি করার যাবতীয় উপকরন ঠিকই রেখে যায়। এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা রেখে যায়, যা ওদের ভ্রষ্ট রীতিনীতি, আদর্শ ও আকিদাহ বিশ্বাসকেই শক্তিশালী করে। এই যুগে ভালো ইংরেজী বলতে পারলে, একটু ওদের মত হতে পারলে মনে হয়, এই বুঝি জাতে উঠা গেলো। এই সমাজে সেক্যুলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্তদেরই শিক্ষিত এবং সমাজের মূলধারা ভাবা হয়। বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরাই যেন মানবতার মুক্তিদূত।

অথচ মহান আল্লাহ বলেন, ”যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না। যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা জ্ঞাতি- গোষ্ঠী হয়। আল্লাহ তাদের অন্তরে ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদের শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দিয়ে। তিনি তাদের জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখো, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে”। (মুজাদালাহঃ২২)

মহান আল্লাহ আরও বলেন, ”তবে কি তারা আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন বাদ দিয়ে (অন্য কিছু) তালাশ করে? অথচ আসমান ও যমিনে যা কিছু আছে, সবই ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আর তাঁর কাছেই তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে”। (আল-ইমরানঃ৮৩)

‘আকিদাহ’ এমন এক নিয়ন্ত্রক যা মানুষের কাজকর্ম আচার- আচরন থেকে শুরু করে সার্বিক ব্যবহারবিধি নিয়ন্ত্রন করে। তার চালচলনের রীতিনীতিকে দিক নির্দেশনা প্রধান করে। পুরোপুরি আল্লাহর দিকে ফেরার সাথে সাথে সব ব্যবহার ও আচরনকে মহান এই আকিদার সাথে যা দ্বীনে হানিফের মৌলিক নীতিমালার প্রতিনিধিত্ব করে, যে মৌলনীতি ছাড়া এ দ্বীন টিকে থাকা সম্ভব নয়। আজ আমরা নিজেদের চলার পথে যত বিকৃতি আর বক্রতার শিকার হচ্ছি এর সবকিছুর মূল কারণ হচ্ছে আমরা আমাদের মূল আকিদাহ থেকে দূরে সরে গিয়ে কাল্পনিক চিন্তাবিশ্বাস ও অবাস্তব আদর্শের দিকে ঝুকে পড়েছি যার ফলে যুলুম আর নির্যাতন আমাদের উপর চেপে বসেছে। ইংরেজদের রেখে যাওয়া ভ্রষ্ট রীতিনীতি ও আদর্শ আমাদের উপর এমন প্রভাব ফেলেছে যেন আমাদের অবস্থা এখন সেই অন্ধের মত হয়ে গেছে যার একটি সুন্দর উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন ইমামুল

মুজাহীদিন শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম (রহি), তিনি বলেন, যে কিনা হাতির কান আঁকড়ে ধরে মনে করে, সে হাতির দেহ ধরে আছে। যখন তাকে বলা হয়, হাতির বিবরন দাও তো দেখি, সে অমনি বিবরন দিতে শুরু করে, হাতি হলো কঠিন এক টুকরো মাংস- পেশির সাথে জড়ানো কিছু লোমগুচ্ছ। সারা দুনিয়ার মানুষ এসেও যদি তাকে বোঝাতে চায় যে, ওটা হাতি নয় অন্য কিছু তবুও তাকে তার অসাড় ধারণা থেকে ফেরাতে পারবেনা।

মহান আল্লাহ বলেন, ”(হে নবী) তুমি কি সে ব্যক্তির (অবস্থা) দেখোনি যে তার কামনা বাসনাকে নিজের মাবূদ বানিয়ে নিয়েছে, তুমি কি তার (মতো ব্যক্তির) ওপর অভিবাবক হতে পারো? তুমি কি সত্যিই মনে করো, তাদের অধিকাংশ লোক (তোমার কথা) শুনে কিংবা (এর মর্ম) বুঝে, (আসলে) ওরা হচ্ছে পশুর মতো, বরং (কোনো কোনো ক্ষেত্রে) তারা (আরো) বেশি বিভ্রান্ত” (ফোরকানঃ৪৩- ৪৪)

এবার মূল আলোচনা শুরু করা যাক ইনশাআল্লাহ।

‘আকিদাহ’ বলতে ঈমানের ছয়টি রুকনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা বোঝায়। আবু হুরায়রা (রা) থেকে ইমাম মুসলিম (রহ) নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন, ...জিবরিল (আ) প্রশ্ন করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমান কাকে বলে? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহর প্রতি, তার মালায়িকাহ, তার কিতাবসমূহ, তার লিকা বা সাক্ষাতের প্রতি, তার রাসূলগনের প্রতি, পুনরুত্থানের প্রতি এবং তাকদিরের প্রতি ঈমান আনা’।

(সভ্যতা বিনির্মানে আকিদাহ, পৃঃ২৮, সহীহ মুসলিম, ঈমান অধ্যায় হা/১০৬)

উমার (রা) এর বর্ণনায় এসেছে, যা ইমাম মুসলিম (রহি) নবী (সা) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন,

“আল্লাহর প্রতি, তাঁর মালায়িকা, কিতাবসমূহ, রাসূলগন ও আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাকদীরের ভালোমন্দের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা”।

(সভ্যতা বিনির্মানে আকিদাহ- পৃঃ২৮, সহীহ মুসলিম, ঈমান অধ্যায় হা/১০২)

ঈমানের এই ছয়টি রুকন নিয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রথম রুকন- শাহাদাতাইনঃ

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ)

ইসলামে প্রথম রুকুন হচ্ছে দু'টি বিষয়ের সাক্ষ্য দান। অর্থ্যাৎ, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতযোগ্য কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। যেহেতু এখানে দুটি বিষয়ে স্বাক্ষ্য দান করতে হয় এই জন্য একে শাহাদাতাইন বলা হয়। এ দুটো বাক্য এতো গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতি যার ওপর এই মহান দ্বীনের সুস্পষ্ট ধারণা দাঁড়িয়ে আছে। আর এটি এমন অনন্য পথ যা প্রতিটি পথ অনুসন্ধানীকে দারুস সালামে পৌঁছে দেয়।

"যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এই কিতাব দ্বারা তিনি তাদের শান্তির পথ দেখান, নিজ হুকুমে তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করেন"। (আল- মায়িদাহঃ১৬)

মহান আল্লাহ আরও বলেন, "আমি তোমার আগে এমন কোনো নবী পাঠাইনি যার কাছে ওহী পাঠিয়ে আমি একথা বলিনি, আমি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই এবং তোমরা সবাই আমারই ইবাদত করো"। (আম্বিয়াঃ২৫)

এই মূলনীতি- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ - সুবিস্তৃত ও অকৃত্রিম চিত্তে ঘোষণা করে যে, এই জগৎ- মহাজগৎ মহান ও অদ্বিতীয় ইলাহের ইশারা ও ইচ্ছায় ক্রিয়াশীল এবং তৎপর হয়ে ওঠে। তার নির্দেশেই গোটা জগৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। তার কুদরতেই পৃথিবীর সব কাজ কর্মব্যস্ততা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি পরিচালিত হয়। তার হাতেই প্রতিটা সৃষ্টির প্রতিটা বিষয় নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনো কিছুই তার ইচ্ছার বাইরে নয়। কোনো বস্তুই তার অভিলাষ থেকে পালাতে সক্ষম নয়।

"মুসা বলল- আমার রব তো সেই সত্তা, যিনি প্রতিটা বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দিয়েছেন, তারপর দেখিয়েছেন পথনির্দেশনা"। (তোয়াহঃ ৫০)

"তোমার সুমহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করো, যিনি সবকিছু সৃষ্টি ও সুবিন্যস্ত করেছেন, যিনি সুপরিমিত করেছেন আর পথ দেখিয়েছেন"। (আলাঃ১- ৩)

এই কালিমা জেনে শুনে ইহা মুখে উচ্চারন এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে এর দাবী ও চাহিদা অনুযায়ী আমল করতে হবে। আর এর অর্থ না জেনে এবং এর দাবী অনুযায়ী আমল না করে শুধু মুখে পাঠ করা সকলের ঐক্যমতে কোনো উপকারে আসবেনা।

লা- ইলাহ- ইল্লাল্লাহ, এর অর্থ জেনে বুঝে আমাদের এ সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে যে, এক আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত পক্ষে আর কোনো ইলাহ নেই, কারও ইবাদত পাবার যোগ্যতা নেই একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত যার কোনো শরীক বা সমকক্ষ নেই তার ইবাদতে ও রাজত্বে।

“এ হচ্ছে (আল্লাহর নিয়ম) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন (একমাত্র) সত্য, (প্রয়োজন পূরণের জন্য) যাদের এরা তাঁর বদলে ডাকে তা সম্পূর্ণ বাতিল ও মিথ্যা এবং আল্লাহ তায়লাই হচ্ছেন সমুচ্চ, তিনিই হচ্ছেন মহান”। (হাজ্জঃ৬২)

আল্লাহ ছাড়া সব কিছুর উপাসনা অস্বীকার করে আমাদের যাবতীয় ইবাদত স্রেফ অদ্বিতীয় আল্লাহর জন্য খালেস করা। মহান আল্লাহ বলেন, ”তোমার মালিক আদেশ করেছেন, তোমরা তাকে বাদ দিয়ে অন্য কারও এবাদত করো না”। (বনী- ইসরাঈলঃ২৩)

আর, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল এ সাক্ষ দানের অর্থ হলো, রাসূলুল্লাহ (সা) যা আদেশ করেছেন তা পালন করা, যেসব খবর দিয়েছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করা, এবং যেগুলো সম্পর্কে নিষেধ ও সতর্ক করেছেন সেগুলি থেকে বিরত থাকা, আর একমাত্র তিনি যেভাবে দেখিয়েছেন, সেভাবে আল্লাহর ইবাদত করা।

আল্লাহ বলেন, ”(হে মুহাম্মদ) তুমি বলো, হে মানুষ আমি তোমাদের সবার কাছে আল্লাহ তায়ালার রাসূল (হিসেবে এসেছি), যিনি আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিক। তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান, অতপর তোমরা মহান আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান আনো, তাঁর বার্তাবাহক নিরক্ষর রসূলের ওপরও তোমরা ঈমান আনো, যে (রাসূল নিজেও) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করে এবং তোমরা তাকে অনুসরণ করো, আশা করা যায় তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে যাবে। (আরাফঃ১৫৮)

দ্বিতীয় রুকন- মালাইকাহগনের প্রতি বিশ্বাসঃ

মালায়িকাহর (ফেরেশতাগন) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের আকিদাহ ও মৌল বিশ্বাসের অন্যতম অংশ। কুরআন আমাদের বলে, মালায়িকাহ আমাদের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বান্দাদের আমলের হিসাব আমলনামায় লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

"প্রত্যেক মানুষের জন্যই আছে একজন তত্ত্বাবধায়ক"। (সূরা ত্বরিকঃ৪)

"সে যে কথাই উচ্চারণ করুক (তা লিপিবদ্ধ করার জন্য) তার কাছেই রয়েছে একজন তৎপর প্রহরী"। (সূরা কাফঃ১৮)

"তোমাদের মাঝে যে কথা গোপন করে আর যে তা প্রকাশ করে এবং যে রাতে রাতে লুকিয়ে থাকে আর দিনে অবাধে বিচরণ করে, তার কাছে সবই সমান। মানুষের জন্য তার সামনে ও পেছনে রয়েছে একের পর এক আগমনকারী ফেরেশতা। আল্লাহর নির্দেশে তারা তাকে পাহারা দিয়ে রাখে"। (সূরা রাদঃ১০- ১১)

মালায়িকাহ মানুষদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁরা মানুষের কৃতকর্মের হিসাব রক্ষা করেন। তাদের আমলনামাগুলো রব্বুল আলামিনের কাছে সোপর্দ করেন। কিছু মালাক আত্মাহরণের দায়িত্বে আছেন। কিছু মালাক মুমিন বান্দাদের জন্য ইসতিগফার তথা ক্ষমাপ্রার্থনার আমলে আছেন। কিছু মালাক যিকির, তিলাওয়াতের রহমত ও বরকতময় মজলিসে হাযির থাকেন, যেমনটি বহুসংখ্যক সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে দুজন দুজন করে তত্ত্বাবধায়ক মালাক সব মানুষের সাথে সবসময় ঘুরে বেড়ান, সে দুনিয়ার যেখানেই অবস্থান করুক যেখানেই পরিভ্রমণ করুক, তার কাছ থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হন না, তবে প্রস্রাব পায়খানা ইত্যাদি জায়গা ছাড়া।

তৃতীয় রুকন- কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাসঃ

আসমানি কিতাব ও মহাগ্রন্থগুলোর প্রতি ঈমান আনয়ন করা আমাদের আকিদাহর অন্যতম রুকন। ইবরাহীম(আ) এর সহিফাসমূহের প্রতি ঈমান আনা, তাওরাতের প্রতি ঈমান আনা যা সাইয়িদুনা মুসা (আ) এর উপর নাযিল হয়েছিল, ইনজিলের ওপর ঈমান

আনা যা ইসা (আ) এর ওপর নাযিল হয়েছিল এবং কুরআনের ওপর ঈমান আনা যা আমাদের নেতা মুহাম্মাদ (সা) এর ওপর নাযিল হয়েছে।

তবে এখানে দুটি মাসয়ালার প্রতি অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

(১)

আমরা বিশ্বাস করি, এই পবিত্র গ্রন্থাবলি মৌলিকভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। কিন্তু কুরআন ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থের দিকে মানুষের কলঙ্কিত হাত প্রসারিত হয়েছে। কখনো তারা উন্মত্ত খেলায় মেতে উঠত, কখনো তা বিকৃতির জোয়ারে ভেসে গিয়েছে, কখনো বা অসংযত ব্যাখ্যার শিকার হয়েছে, কখনো তারা আবার কিতাবের হুকুম পুরোই পাল্টে দিয়েছে। পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের সম্পর্কে কুরআনুল কারিম আমাদের এমনই সংবাদ দিয়েছে,

“যারা নিজেদের হাতে কিতাব লেখে, তারপর এর বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণের জন্য বলে’এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে’তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য রয়েছে শাস্তি, আর তারা যা উপার্জন করেছে তার জন্যও রয়েছে কঠোর শাস্তি”। (সূরা বাকারাহঃ৭৯)

“তাদের মধ্যে একদল লোক আছে, যারা (আল্লাহর) কিতাব পড়ার সময় (উচ্চারণ বিকৃতি ঘটাতে) জিহ্বা বাঁকা করে, যাতে তোমরা তাকে (বিকৃত উচ্চারণকে) কিতাবের অংশ মনে করো। অথচ তা কিতাবের অংশ নয়। আর তারা বলে, ‘এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে’ অথচ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। এভাবে তারা জেনে শুনে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে”। সূরা আল- ইমরানঃ ৭৮)

আর এই মহাগ্রন্থ ‘আল কুরআন’ যার মধ্যে কোনো ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা অনুপ্রবেশ করতে পারে না, সামনে থেকেও না, পেছন থেকেও না। আমাদের সংবাদ দেয় যে, আহলুল কিতাবরা (আগে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল) আল্লাহ- প্রেরিত সকল গ্রন্থের সাথে উন্মত্ত খেলায় মেতেছিল। একমাত্র এই কুরআন ছাড়া দুনিয়ার বুকে আল্লাহ- প্রেরিত এমন কোনো কিতাব নেই, যার প্রতিটি বাক্য ও শব্দ প্রকৃত অবস্থায় অবশিষ্ট আছে।

মহান আল্লাহ বলেন, “আমিই নাযিল করেছি উপদেশবার্তা(কুরআন), আমিই একে হিফাযত করবো”। (সূরা হিজরঃ৯)

(২)

এই কুরআনই হলো মানবসভ্যতার জন্য আল্লাহর পছন্দনীয় সর্বশেষ জীবনপদ্ধতি। এটিই সর্বশেষ বিষয়, যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা কিয়ামত দিবসে মানবজাতিকে প্রশ্ন করবেন। আগেকার সমস্ত আসমানি গ্রন্থের রহিতকারী ও সংরক্ষ হিসেবে কুরআন নাযিল হয়েছে।

“আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যা তার আগের কিতাবের সত্যায়নকারী ও সংরক্ষক”। (সূরা মায়িদাঃ৪৮)

এই দ্বীন ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন গৃহীত হবে না। কুরআনের আদেশ- নিষেধ ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ের হিসাব গ্রহণ করা হবে না।

“কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করলে কখনোই তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। আর পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত”। (সূরা ইমরানঃ৮৫)

চতুর্থ রুকন- আম্বিয়ায়ে কিরামগনের প্রতি বিশ্বাসঃ

আল্লাহর পক্ষ থেকে প্ররিত সমস্ত নবী- রাসূলদের ওপর ঈমান আনা ইসলামি আকিদাহর অন্যতম অংশ। কেউ যদি কোনো রাসূলের রিসালাত অস্বীকার করে তবে সে দ্বীনের মৌলকাঠামো থেকে বের হয়ে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এমন ব্যক্তির কোনো ফরয বা নফল আমল গ্রহণ করবেন না।

“রাসূলের প্রতি তার রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল হয়েছে তিনি তার প্রতি ঈমান এনেছেন, ঈমানদাররাও(সেসবের প্রতি ঈমান এনেছে)। সবাই আল্লাহর প্রতি, তাঁর মালায়িকাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছেন।

আর তারা বলে- আমরা তার রাসূলদের মাঝে পার্থক্য বা বিভাজন করি না। তারা আরও বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। হে রব! আমরা তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করি, তোমারই কাছে আমাদের প্রত্যাবর্তন”। (সূরা বাকারাহঃ২৮৫)

পঞ্চম রুকন- আখিয়াতের প্রতি বিশ্বাসঃ

অন্যান্য রুকনের মতো আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখাও একটি মজবুত রুকন এবং অলঙ্ঘনীয় মৌলনীতি। মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যত দ্বীন অবতীর্ণ হয়েছে, এটি তার ভিত্তিপ্রস্তর।

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, আর যারা ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান বা সাবিয়িদের মাঝ থেকে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে পুরস্কার। তাদের ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না"। (সূরা বাকারাহঃ৬২)

ষষ্ঠ রুকন- তাকদিরের প্রতি বিশ্বাসঃ

ষষ্ঠ রুকন হলো 'কদর' বা তাকদিরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এটি মানুষের অন্তরাত্মার মূল প্রেরণাদাতা। জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে শরিয়াহ পরিপালনের প্রধান অনুপ্রেরণাদানকারী। কদরের যেসব বিষয় সর্বপ্রথম আমাদের ভেতর জেগে উঠে তা হলো, রিযিক ও মাউত। কোনো ব্যক্তি তার পূর্ণ রিযিক গ্রহণ না করে এবং হায়াত পরিপূর্ণ না করে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় না। কোনো ব্যক্তি তার তাকদির-নির্ধারিত সময় ছাড়া মৃত্যু বরণ করে না। আর কেউই অন্য কারও রিযিক থেকে বিন্দুপরিমাণ হ্রাস করতে পারে না, চাই হ্রাস-আকাঙ্ক্ষী যত বড় মর্যাদ বা পদমর্যাদর অধিকারী হোক না কেন, তার ক্ষমতা ও দাপট যতই বিস্তৃত ও প্রসারিত হোক না কেন।

"আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো কষ্ট দেন তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ তা দূর করতে পারে না। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ চান (তাহলে কেউ তা প্রতিহত করতে পারে না)। তিনি সব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান"।

(সূরা আনআমঃ১৭)

"আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না, (মৃত্যু হয়) নির্ধারিত সময়ে"। (সূরা আল-ইমরানঃ১৪৫)

যার হৃদয়ের গভীর থেকে গভীরে এই আকিদাহ গেঁথে যায় সে খুব শক্তিশালী হয়, সে আর নিজেকে অপমানিত মনে করে না। পৃথিবীর মহাশক্তির মুখোমুখি হয়েও কোনো ভয়

পায় না। দুনিয়ার মহাশক্তিশালী সম্রাটের ক্ষমতার সামনেও বিন্দুপরিমাণ নমনীয় হয় না। লোভনীয় সম্পদ ও প্রাচুর্যের হাতছানিতেও সে প্রলুব্ধ হয় না। এই আকিদাহই ব্যক্তিকে কর্দমাক্ত নর্দমা থেকে মর্যাদর সুউচ্চে তুলে ধরে। তখন সে এমন এক সুউচ্চ স্থানে অবস্থান করে, যেখান থেকে সে আত্মবিনয়ী হয়ে গোটা পৃথিবীর ওপর চোখ বোলাতে পারে। তার ভেতর জন্ম নেয় আত্মসম্মানবোধ। কিন্তু ভালোবাসা ও পারস্পরিক হৃদ্যতা পূর্ণ মাত্রায় বজায় থাকে। লোপ পেতে থাকে দাম্ভিকতা- অহংকারবোধ ও মানুষের প্রতি রূঢ়তা।

এই আকিদাহর কারণেই উম্মাহর প্রথম প্রজন্ম - সাহাবা কিরাম- আত্মিকভাবে আখিরাতে বাস করতেন, যদিও তাঁদের দেহ দুনিয়ার জীবনে ঘুরে বেড়াত। যদিও তাঁরা কোলাহলপূর্ণ পৃথিবীতে হেঁটে চলতেন কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি জান্নাতের ভেতরে এবং আখিরাতের হিসাব-নিকাশের প্রতি উঁকি দিত।

একবার ইমাম আহমাদ (রহি) এর কাছে এক লোক সাক্ষাতে এসে বলল, 'আমাকে কিছু নসিহাহ করুন'। তিনি বললেন, যদি তুমি বিশ্বাস করো যে, আল্লাহই তোমার রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন, তাহলে রিযিকের জন্য এত দুশ্চিন্তা কীসের? যদি জাহান্নাম সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তুমি এত গুনাহ- প্রবণ কেন? যদি দুনিয়া নশ্বরই হয়ে থাকে তাহলে এখানে আত্মতৃপ্ত কেন? যদি হিসাব- নিকাশ সত্যই হয়, তাহলে সম্পদ সঞ্চয়ের এত প্রবণতা কেন? যদি সব কিছু আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কাযা ও কদরের কারণেই হয় তাহলে এত ভয় আর শঙ্কা কেন? যদি মুনকার- নাকিরের সুওয়াল- জওয়াব সত্যই হয় তাহলে এত ভাব আর অন্যের প্রতি টান কেন? তারপর লোকটি ইমাম আহমাদের কাছ থেকে বের হয়ে গেল এবং মনে মনে শপথ করল, সে সবসময় আল্লাহর কাযা ও কদরের ওপর সন্তুষ্ট থাকবে।

মহান আল্লাহ আমাদের সমস্ত ভ্রান্ত আকিদাহ দূর করে সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর অটল থাকার তৌফিক দান করুন আমীন।

- উম্মে আয়েশা

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ